512

তারিখ MAY 26 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

দৈনিক ই[illegible]লাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে

প্রতিনিধি নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে

শিক্ষাঙ্গন

নূরুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনের তোড়জোড় এগিয়ে চলেছে। আগামী ৬ ও ১০ জুন ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৫টি কেন্দ্রে এবং ১৫ ও ১৬ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ২টি কেন্দ্রে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে তিনটি প্যানেলে ৭৫ জনসহ মোট ২১১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ভোটার সংখ্যা ৩১ হাজার ৪২৪ জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ তিনটি প্যানেল হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ। দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এই প্যানেলের সমন্বয়ের দায়িত্বে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডীন প্রফেসর আনোয়ার উল্যাহ চৌধুরী।

এছাড়া রয়েছে আওয়ামী লীগপন্থীদের প্যানেল গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ। এডভোকেট সৈয়দ আহমদ ও অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী প্রমুখ নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই প্যানেলের। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বামপন্থীদের একটি প্যানেল প্রভাতি পরিষদ নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছে।

১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশবলে সিনেট গঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অপরিহার্য অঙ্গ এই সিনেট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য সংখ্যা মোট ১০৪ জন। অবশ্য বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একাডেমিক পরিষদ কর্তৃক মনোনীত অধিভুক্ত ও প্রতিনিধিত্বকারী কলেজসমূহের ৫ জন প্রিন্সিপাল ও ১০ জন শিক্ষকসহ মোট ১৫টি পদ শূন্য রয়েছে। কারণ, এখন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ নেই।

বর্তমানে প্রকৃত অর্থে সিনেট সদস্য সংখ্যা ৮৯ জন। এর মধ্যে '৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও কোষাধ্যক্ষ পদাধিকারবলে সিনেট সদস্য হন। সরকার মনো[illegible] সদস্য থাকেন ৫ জন। স্পিকার মনোনীত ৫ জন সংসদ সদস্য সিনেট সদস্য হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের মনোনীত থাকেন ৫ জন সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট মনোনীত থাকেন ৫ জন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে সিনেট সদস্য হন। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকেন ২৫ জন। বিভিন্ন ক্যাটাগরির শিক্ষক প্রতিনিধি থাকেন ৩৫ জন এবং ডাকসু মনোনীত ছাত্র প্রতিনিধি থাকেন ৫ জন। অর্থাৎ সিনেট সদস্যদের মধ্যে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি ছাড়া সবাই আসেন হয় পদাধিকারবলে, না হয় মনোনীত হয়ে।

আপনি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা এর অধিভুক্ত কোন কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে থাকেন তাহলে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ৩ বছর পর আপনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে গ্র্যাজুয়েট হিসেবে রেজিস্টার্ড হতে পারেন। তাহলেই আপনি পাবেন সিনেটের ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটদানের সুযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অধিভুক্ত কলেজ থেকে পাস করার পর রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট হলে শুধুমাত্র এই ২৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটার হওয়া ছাড়া কোন কাজ নেই। এর ফলে খুব কমসংখ্যক গ্র্যাজুয়েট রেজিস্টার্ড হতে আগ্রহ দেখান। এজন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সম্ভাব্য প্রার্থীরাই যোগ্য গ্র্যাজুয়েটদের রেজিস্টার্ড করার দায়িত্ব পালন করেন।

ফলে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময়ে জাতীয়তাবাদী ও আওয়ামীপন্থীরা নিজ নিজ সমর্থকদের রেজিস্টার্ড করানোর জোর তৎপরতা চালান। এতে যারা বেশী সদস্য রেজিস্টার্ড করাতে পারেন মূলত নির্বাচনে তারাই জয়ী হন। ১৯৯৫ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামীপন্থীরা নিজেদের বিপুলসংখ্যক সমর্থকদের ভোটার বানিয়ে নির্বাচনে জয়ী হন। তখন জাতীয়তাবাদীরা ভোটার করার ব্যাপারে তেমন একটা তৎপর হয়নি। এর আগে দীর্ঘ সময় ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসছিল জাতীয়তাবাদীদের মধ্য থেকেই।

১৯৯৭ সালে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময়ে জাতীয়তাবাদীরাও ভোটার করানোর অভিযানে নামে জোরেশোরে। আওয়ামীপন্থীরা তো এ কাজে আগেই ছিল সিদ্ধহস্ত। উভয় পক্ষের জোরালো অভিযানে এবার ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১ হাজার ৪২৪ জনে। অথচ ১৯৯৫ সালে ভোটার ছিল ৬ হাজারের কিছু বেশী। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অপরিহার্য অঙ্গ সিনেট। এর বার্ষিক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী ও বাজেট আলোচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের প্রস্তাবিত অর্ডিন্যান্সও বিবেচিত হয় সিনেটে। এছাড়া ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের জন্য তিনজন ব্যক্তির নামের প্যানেলও সিনেটের সভায় প্রস্তুত করা হয়। এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন সাধারণত রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি এবং ডাকসু মনোনীত ছাত্র প্রতিনিধিরা।

রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট ভোটাররা ছড়িয়ে আছে সারাদেশে। এজন্য বুঝা যাচ্ছে না এবার ভোটারের পাল্লা কোনদিকে ভারী। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে জাতীয়তাবাদী ও আওয়ামী প্যানেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে সেটা স্পষ্ট। বামপন্থীদের প্রগতি পরিষদ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা দ্বিমুখী লড়াইয়ে কোন প্রভাব ফেলতে পারবে বলে মনে হয় না।

অবশ্য বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতায় জনপ্রিয়তায় যে ব্যাপক ধস নেমেছে তার বিরাট প্রভাব রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচনেও পড়বে। এর ফলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ জয়ী হবে। বিএনপিপন্থীদের সাথে জাতীয় পার্টি, জামায়াতসহ ইসলামপন্থীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এই পরিষদ। ফলে জাতীয়তাবাদীদের ভোট বিভক্ত হবে না। অন্যদিকে প্রগতি পরিষদ নামে বামপন্থীদের প্যানেল আওয়ামীপন্থীদের বেকাদায় ফেলবে। সরকারের জনপ্রিয়তায় ধস নামার পাশাপাশি বামপন্থীদের এই প্যানেলের কারণে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের বিজয় আরো সহজতর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভোটকেন্দ্র ও ভোটের তারিখ ঃ

৬ জুন ঃ শেরপুর সরকারী কলেজ, শেরপুর। সরকারী বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ। শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ, বরিশাল। সরকারী সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর। ঝালকাঠি সরকারী কলেজ, ঝালকাঠি। পটুয়াখালী সরকারী কলেজ, পটুয়াখালী। ভোলা সরকারী কলেজ, ভোলা। বরগুনা সরকারী কলেজ, বরগুনা। চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ, চট্টগ্রাম। সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। চাঁদপুর সরকারী কলেজ, চাঁদপুর। সালেহ আহমদ সরকারী কলেজ, চৌমুহনী, নোয়াখালী। সরকারী এমসি কলেজ, সিলেট। আযম খান কমার্স কলেজ, খুলনা। সরকারী এমএম কলেজ, যশোর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। সরকারী আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া। সরকারী কারমাইকেল কলেজ, রংপুর। কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ, কুষ্টিয়া।

১০ জুন ঃ ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, গাজীপুর। নরসিংদী সরকারী কলেজ, নরসিংদী। সরকারী তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ। সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ, মানিকগঞ্জ। সরকারী হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সীগঞ্জ। সরকারী আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ। সরকারী গৌরিপুর কলেজ, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ। সরকারী কুমুদিনী কলেজ, টাঙ্গাইল। সরকারী গুরুদয়াল কলেজ, কিশোরগঞ্জ। সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর। নেত্রকোনা সরকারী কলেজ, নেত্রকোনা। সরকারী রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর। রাজবাড়ী সরকারী কলেজ, রাজবাড়ী। শরিয়তপুর সরকারী কলেজ, শরিয়তপুর। সরকারী নাজিমউদ্দিন কলেজ, মাদারীপুর।

১৫ ও ১৬ জুন ঃ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) ও শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।